Sanatan Dharma

যইে কৃষ্ণতত্ত্ববত্তো সইে গুরু

প্রশ্ন:-...মাতা গুরু, পতিা গুরু ও দীক্ষা গুরু- এই তনিজনরে মধ্যে সবচয়েে বড় ক.?. উত্তর- কলযিুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচতৈন্য মহাপ্রভু নরি্দশে দয়িছেনে- যইে কৃষ্ণতত্ত্ববত্তো সইে গুরু হয়। (চতৈন্যচরিতামৃত মধ্য-৮/১২৭) কৃষ্ণতত্ত্ববদি্ ছাড়া যে কউে গুরু হতে পারনে না। শ্রীগুরুদবেই জড়-সংসারবদ্ধ জীবকে দবি্যজ্ঞান দান করে ভগবদ্ধামে সন্ধান দনে। চক্ষুদান দলি যইে জন্মে জন্মে প্রভু সইে। দবি্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশতি। (প্রমেভক্তচিন্দ্রকিা) প্রতি জন্মে মাতা পতিা সহজইে লাভ হয়। কনি্তু সব জন্মে পারমাথরি্ক গুরুকে পাওয়া যায় না। সকল জন্মে পতিামাতা সবে পায়। কৃষ্ণ গুরু নাহি মলিে, ভজহ হয়িায়্। (চতৈন্যমঙ্গল) বদ্ধজীব নানা যোনি ভ্রমণ করতে করতে নানা প্রকার পশুপাখ,ি জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, মানুষ ইত্যাদি দহে লাভ করে এবং নানা কর্মফল ভোগ করতে করতে ব্রহ্মান্ড ভ্রমণ কর।ে তখন তার কত মাতাপতিার সাক্ষাৎ হয়্। কনি্তু অত্যন্ত ভাগ্যবানক না হলে পারমার্থকি দীক্ষাগুরুর সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব নয়। ব্রহ্মান্ড ভ্রমতিে কোন ভাগ্যবান জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তলিতা বীজ।। (চৈঃ চঃ১৯/১৫১) যে কউেই গুরু হতে পারনে না। গুরুদবে হচ্ছনে পরমশ্বের ভগবানরে প্রতনিধি।ি তনিি পরমশ্বের ভগবান থকেে পরম্পরা সূত্রে আগত প্রতনিধি।িপরম্পরার নরি্দশে অনুসারে তনিি গুরুরূপে জগজ্জীবকে উদ্ধারকরবার জন্য আসনে। শ্রীকৃষ্ণচতৈন্য মহাপ্রভু তাই নরি্দশে দয়িছেনে। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দশে। জন্ম-মৃত্যু-জরা ব্যাধময়ি সংসারচক্রে আবদ্ধ জীবরে তাঁরাই প্রকৃত পতিামাতা যাঁরা সন্তানকে এই জড়বদ্ধ জীবনধারা থকেে মুক্তি পাওয়ার উদ্দশ্যে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ববদি্ গুরুর সমীপে প্ররেণ করনে। সইে সে পরম বন্ধু সইে পতিামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যইে প্রমেভক্তদিাতা। (চতৈন্যমঙ্গল) শ্রীগুরুদবে দীক্ষাদান করে শষি্যকে কলুষমুক্ত করে পরমশ্বের ভগবানরে সবোয় নয়িোগ করনে। যারা পারমার্থকি দীক্ষাগুরুকে সাধারণ মানুষ বলে মনকে কর,েতাদরে বষৈ্ণব অপরাধ হতেু নরকে গতি হয়। গুরুষু নরমতরি্যস্য বা নারকী সঃ। ‘যে গুরুকে মনুষ্যবুদ্ধি কর,ে সে নারকী।” (পদ্মপুরাণ) শ্রীগুরুদবে হচ্ছনে পারমার্থকি ইপতিা। সবার পূজনীয়। জড়জাগতকি সমস্ত মাতাপতিার কর্তব্য হল পারমার্থকি পতিাকে সম্যকভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা । অতএব দীক্ষা গুরুই সর্বশ্রষ্ঠে, সব চয়েে বড়।

Published on: Aug, 03 2023 07:44